৯.৫. প্রতিরূপী বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ (Representative Realism or Scientific Realism) :

যে মতবাদে বস্তুর মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও বস্তুর জ্ঞানকে 'পরোক্ষ' অর্থাৎ 'ধারণার মাধ্যমে জ্ঞান' বলা হয়, তাকে 'প্রতিরূপী বস্তুবাদ' বা 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' বলা হয়।

প্রতিরূপী বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ :

১। যে জগতে আমরা বাস করি সে জগতে অসংখ্য জড়বস্তু আছে। যেমন—গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘর ইত্যাদি।

২। এইসব বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে না, আমরা প্রত্যক্ষ না করলেও তারা অস্তিত্বশীল থাকে।

৩। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক বাহ্যিক এবং সেই কারণে জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে জ্ঞেয় বস্তু অস্তিত্বশীল থাকে। বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পর্ক ছিন্ন হলে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের অস্তিত্ব বিনিষ্ট হয় না।

৪। বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না, পরোক্ষজ্ঞান হয়।

৫। ইন্দ্রিয়-অনুভবে সাক্ষাৎভাবে আমরা যা পাই তা বস্তু নয়, তা হল বস্তুধর্মের প্রতিরূপ। প্রতিরূপের কারণ যে জড়বস্তু তা আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না।

৬। প্রতিরূপের সঙ্গে বস্তুধর্মের কখনও সাদৃশ্য থাকে, আবার কখনও সাদৃশ্য থাকে না। সাদৃশ্য থাকলে জ্ঞান সত্য হয়, না থাকলে মিথ্যা হয়।

স্পষ্টতই, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তব্যের ক্ষেত্রে সরল বস্তুবাদের সঙ্গে প্রতিরূপী বস্তুবাদের কোন গরমিল নেই। বাকী তিনটি উক্তির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সরল বস্তুবাদের সঙ্গে প্রতিরূপী বস্তুবাদের মূল পার্থক্য হল—**সরল বস্তুবাদ যেমন বিশ্বাস করে যে, বস্তুকে ইন্দ্রিয়ানুভবে সরাসরি জানা যায় এবং ইন্দ্রিয়ানুভবে আমরা যা পাই তা হল বস্তু ও বস্তুধর্ম, প্রতিরূপী বস্তুবাদ তেমন মনে করে না।** বস্তুকে সরাসরি জানি বললে, সকল প্রত্যক্ষই সঠিক হবে এবং তখন নির্ভুল প্রত্যক্ষের সঙ্গে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের, অমূল-প্রত্যক্ষের, কোন পার্থক্য দেখান যাবে না। এজন্য, সঠিক-প্রত্যক্ষের সঙ্গে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের পার্থক্য নির্দেশের জন্য, প্রতিরূপী বস্তুবাদীরা বলেন যে, **আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তু বা বস্তুধর্মের প্রতিরূপ বা ধারণা বা মনশ্চিত্র।** সরল বস্তুবাদীরা আমাদের মনের চেতনাকে 'সন্ধানী আলোর' (search light) সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা বস্তুরূপকে সঠিকরূপে উদ্ভাসিত করে। কিন্তু প্রতিরূপী বস্তুবাদীরা আমাদের মনকে 'ফটো তোলার প্লেট' (plate of camra)-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। ফটো তোলার প্লেটের ওপর যেমন বস্তুর পরিবর্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি আমাদের মনের ওপরও বস্তুর পরিবর্তে তার প্রতিবিম্ব বা মনশ্চিত্র পড়ে। অর্থাৎ **'বস্তুর' পরিবর্তে আমরা বস্তুর প্রতিবিম্ব বা মনশ্চিত্রকেই জানি।** প্রতিরূপী বস্তুবাদীরা তাই মনে করেন, বস্তুর পরিবর্তে আমরা তার প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্বকে জানি। এরকম বললে ভ্রম-প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা করা সহজ হয় ; কেননা, তখন বলা চলে—'ভ্রম-প্রত্যক্ষে প্রতিরূপের সঙ্গে বস্তুর মিল হয় না, কিন্তু সঠিক-প্রত্যক্ষে বস্তুর সঙ্গে প্রতিরূপের মিল হয়।'

এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন জন লক্। লকের মতে, বস্তুর মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকলেও আমাদের বস্তুজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান। লকের এই মতবাদকে বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদও বলা হয়, কেননা, তিনি তাঁর যুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনুসরণ করে বস্তুর দু'প্রকার গুণের উল্লেখ করেন। যথা—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। এই মতবাদকে প্রতীকবাদ বা প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলার কারণ হল, এই মতে আমরা সরাসরি বস্তুকে জানি না, জানি বস্তুর ধারণা বা প্রতিরূপ। ধারণা বা প্রতিরূপ হল বস্তুর প্রতীক। জড়বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও আমরা তাকে ধারণা বা প্রতিরূপের মাধ্যমে জানি। ধারণা বা বস্তু-প্রতিরূপই হল আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়। জ্ঞাতাকে 'ম' অক্ষরে, প্রত্যক্ষগোচর ধারণাকে 'ধ' অক্ষরে এবং জড়বস্তুকে 'জ' অক্ষরে প্রতীকায়িত করলে লকের মতবাদটি হয়—

ম → ধ ← জ

অর্থাৎ মন সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করে তা হল ধারণা, বস্তু নয়। ধারণার কারণস্বরূপ জড়বস্তু থাকলেও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে। ধারণা বা প্রতিরূপের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর মিল হলে আমাদের জ্ঞান সত্য হয়, মিল না হলে জ্ঞান মিথ্যা হয়।

লক্ তৎকালীন বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে বস্তুর গুণকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। মুখ্য গুণ হল বস্তুর নিজস্ব গুণ, যা কেউ প্রত্যক্ষ করুক অথবা না করুক, বস্তুর মধ্যেই থাকে। বিজ্ঞান যেসব বস্তুধর্ম নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করে, যেসব ধর্মের পরিমাপ সম্ভব, সেই সব ধর্ম বা গুণ হল মুখ্য গুণ। যেমন—বিস্তার, আকার, আয়তন, গতি, ভার ইত্যাদি। বস্তুর স্বভাবেই এসব ধর্ম আছে। মুখ্য গুণ প্রতিটি জড়বস্তুর সাধারণ গুণ।

অপরপক্ষে, গৌণ গুণ বস্তুর নিজস্ব গুণ নয়। গৌণ গুণ বস্তুর ওপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি নির্ভর করে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের ওপর। বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, উষ্ণতা প্রভৃতি গৌণ গুণ। গৌণ গুণের অনুভব আমাদের যেভাবে হয়, ঠিক সেভাবে তারা বস্তুতে থাকে না। বস্তুকে আমরা যখন লাল দেখি তখন বস্তুটিও যে লাল, অর্থাৎ লাল ধর্মটি যে বস্তুকে আশ্রয় করে আছে, তা নয়। চোখ না থাকলে, বর্ণ-সংবেদন না হলে, 'বর্ণ আছে'—বলা যায় না। অনুভব না হলে কোন বস্তুই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় হয় না। লকের ভাষায়—আমাদের অনুভবের বাইরে যে জগৎ, 'তা মিষ্টি অথবা টক নয়, উজ্জ্বল অথবা অন্ধকার নয়, নিঃশব্দ অথবা শব্দিত নয়, উষ্ণ অথবা শীতল নয়।'

কিন্তু গৌণ গুণ মুখ্য গুণের মতো বস্তুগত না হলেও, কল্পিতও নয়। এদের যে কোনরূপ বাস্তব ভিত্তি নেই, তা নয়। এই বাস্তব ভিত্তি হল, বস্তুর অন্তর্নিহিত এক অজ্ঞাত শক্তি। বস্তুর মধ্যে এক অজ্ঞাত শক্তি আছে যার বলে বস্তু আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদ্দীপিত করে ও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি গৌণ গুণের ধারণার সৃষ্টি করে। কাজেই গৌণ গুণগুলি স্বরূপে বস্তুতে না থাকলেও 'ধারণার উৎপাদক-শক্তিরূপে' তাদের বস্তুগত সত্তা আছে। তবে যেহেতু তারা স্বরূপে বস্তুতে নেই, যেহেতু তাদের প্রকৃতি ব্যক্তির অনুভবের ওপর নির্ভর করে, সে-কারণে তাদের বস্তুগত না বলে 'মনোসাপেক্ষ গুণ' বলা হয়।

অতএব মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল—মুখ্য গুণ বস্তুগত, মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর গুণের সাদৃশ্য থাকে। জড় বস্তুতে আমরা বিস্তার ধর্মটি প্রত্যক্ষ

করি, অর্থাৎ জড়বস্তু দেখে আমাদের বিস্তারের ধারণা হয় এবং বিস্তার ধর্মটি প্রকৃতই বস্তুতে আছে। প্রতিটি জড়বস্তুই বিস্তারযুক্ত। গৌণ গুণ এই অর্থে বস্তুগত নয়। গৌণ গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর গুণের কোন সাদৃশ্য থাকে না। যখন কোন বস্তুকে আমরা লাল দেখি, অর্থাৎ বস্তুটি দেখে আমাদের মনে লালের ধারণা হয়, তখন লাল ধর্মটি যে প্রকৃতই বস্তুতে আছে—এমন নয়। যে বস্তুকে আমরা লাল বলি, সেই বস্তুটি প্রকৃতই লাল নয়, বস্তুটির মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যা আমাদের মনে লালের ধারণার সৃষ্টি করে। এই অর্থে গৌণ গুণ মনোগত।

লক্ নিম্নলিখিতভাবে মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন :

(১) মুখ্য গুণ জড়বস্তুর সাধারণ গুণ—প্রতিটি জড়বস্তুকেই আশ্রয় করে থাকে। জড়বস্তু ছোট অথবা বড় হোক, কঠিন অথবা তরল হোক, তার বিস্তার, আকার, আয়তন প্রভৃতি মুখ্য গুণগুলি অবশ্যই থাকে। অপরপক্ষে, গৌণ গুণ সব জড়বস্তুতে সাধারণভাবে থাকে না। সব বস্তুই লাল নয়, অথবা সুগন্ধি নয়।

(২) মুখ্য গুণ বস্তুর নিজস্ব গুণ বলে তার কোন পরিবর্তন হয় না। বস্তুর কাঠিন্য, আকার, আয়তন ইত্যাদি কেউ প্রত্যক্ষ করুক অথবা না করুক, সব সময়ে বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে এবং তাদের কোন পরিবর্তন হয় না। যা কঠিন তা সব সময়ে কঠিন এবং সকলের কাছে কঠিন। স্থানভেদে ও কালভেদে এসব গুণের প্রত্যক্ষ ভিন্নরকম হয় না। অপরপক্ষে, গৌণ গুণ স্থানভেদে, কালভেদে, ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ হয়। দিনের আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে বস্তুর রংয়ের পরিবর্তন হয়। রং যেমন আলোর ওপর নির্ভর করে তেমনি ইন্দ্রিয়ের গঠন-প্রকৃতি ও সামর্থ্যের ওপরও নির্ভর করে। বর্ণান্ধ ব্যক্তি রং প্রত্যক্ষ করে না। পাণ্ডু রোগী সব কিছু হলুদ দেখে। খালি চোখে রক্ত লাল দেখায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রক্তকে লাল আভাযুক্ত স্বচ্ছ পদার্থ মনে হয়। এসব থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, লাল রং বস্তুর ধর্ম নয়। অন্যান্য গৌণ গুণ সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়।

(৩) মুখ্য গুণ বস্তুর অবিচ্ছেদ্য গুণ। জড়বস্তু থেকে মুখ্য গুণকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না—কোন না কোনভাবে তা থেকে যায়। অপরপক্ষে গৌণ গুণ বিচ্ছেদ্য। গৌণ গুণকে বস্তু থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন বা বিলুপ্ত করা যায়। সুরভিত রঙিন মাখন বা মোমকে উত্তাপ দিলে তা তরল হয়। ঐ তরল মাখন বা মোমে আগের রং ও গন্ধ থাকে না, কিন্তু তারও একটা আকার আয়তন ও ভার থেকে যায়।

(৪) বস্তুর যেমন মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, মুখ্য গুণগুলিরও তেমনি মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। কাজেই মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের সাদৃশ্য বা মিল থাকে। আমাদের অনুভবে কাঠিন্যের ধারণা হলে বস্তুতেও কাঠিন্য ধর্মটি থাকে। অপরপক্ষে, গৌণ গুণগুলি মুখ্য গুণের মত বস্তুতে নেই। কাজেই গৌণ গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের মিল বা সাদৃশ্য থাকে না। বস্তুতে যা আছে তা হল গৌণ গুণের ধারণা উৎপাদনকারী বিভিন্ন শক্তি। এসব শক্তি বস্তুগত, কিন্তু শক্তি থেকে সৃষ্ট ধারণা মনোগত। তাই গৌণ গুণের ক্ষেত্রে মনের ধারণার সঙ্গে বস্তুধর্মের মিল থাকে না। আমাদের অনুভবে লালের ধারণা হলে বস্তুতে লালের ধারণার পরিবর্তে থাকে লাল উৎপাদনকারী শক্তি।

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের সারকথা হল—আমরা সরাসরি যা প্রত্যক্ষ করি তা বস্তু নয়, তা হল বস্তুধর্মের ধারণা, অর্থাৎ মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের ধারণা। কিন্তু গুণ কখনও স্বনির্ভর নয়। গুণের পশ্চাতে একটা আধার অবশ্যই থাকে। গুণগুলি প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও আধার অপ্রত্যক্ষের বিষয়। গুণের এই অজ্ঞাত আধারকেই লক জড়দ্রব্য বা জড়বস্তু বলেছেন। লকের মতে, জড়বস্তু বা জড়দ্রব্য হল প্রত্যক্ষগোচর গুণসমূহের কল্পিত, কিন্তু অজ্ঞাত, আধার। লকের বস্তুবাদে তাই দুটি বিষয়ের স্বীকৃতি আছে—প্রত্যক্ষগোচর গুণাবলী ও অপ্রত্যক্ষগোচর জড়দ্রব্য। লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে একারণে জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদও (Epistemological dualism) বলা হয়। জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয় প্রসঙ্গে লক বলেছেন—প্রত্যক্ষগোচর গুণের ধারণার সঙ্গে যখন (অপ্রত্যক্ষগোচর) বস্তুর মিল হয়, তখন জ্ঞান সত্য হয়, আর যখন মিল হয় না, তখন আমাদের জ্ঞান মিথ্যা হয়।

৯.৬. সমালোচনা (Criticism) :

বস্তুর মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে লক্ যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের মতে তা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। নিম্নোক্ত যুক্তির মাধ্যমে বার্কলে মুখ্য গুণ গুণের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করেন :

(১) 'মুখ্য গুণ সব জড়বস্তুর সাধারণ ধর্ম, গৌণ গুণ বস্তুর সাধারণ ধর্ম নয়'—লকের একথা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। মুখ্য গুণকে বস্তুর সাধারণ ধর্ম বললে গৌণ গুণকেও প্রতিটি জড়বস্তুর সাধারণ ধর্ম বলতে হয়। সব জড়বস্তু যেমন বিস্তারযুক্ত তেমনি প্রতিটি জড়বস্তু রংযুক্ত। রং বলতে বিশেষ কোন রং যেমন, 'লাল রং' বোঝায় না। 'রং' বলতে বোঝায় 'কোন না কোন রং'। জড়বস্তুর কোন না কোন রং থাকে। অন্যান্য গৌণ গুণ সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

(২) মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। গৌণ গুণকে বাদ দিয়ে মুখ্য গুণের কল্পনাও করা যায় না। রংহীন আকার চিন্তা করা যায় না। দেওয়ালের ওপর কোন আকার আঁকলে আকারটি রংহীন থাকে না—আকারের মধ্যবর্তী অংশ কোন না কোন রংয়ের অবশ্যই হয়। বার্কলের মতে, 'অকার হল রংয়ের প্রান্তরেখা।' উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। কাজেই রংকে গৌণ গুণ বললে আকারকেও গৌণ গুণ বলতে হয়, আর আকারকে মুখ্য গুণ বললে রংকেও মুখ্য গুণ বলতে হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট কোন পার্থক্য নেই।

(৩) অবস্থাভেদে, স্থান-কালভেদে রং, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদির পরিবর্তন হয় বলে লক্ এদের গৌণ গুণ বলেছেন। বার্কলের অভিমত হল, লকের এই অভিমত স্বীকার করলে আকার, আয়তন (লক্ যাদের 'মুখ্য গুণ' বলেছেন) ইত্যাদিকেও 'গৌণ গুণ' বলতে হয়, কেননা—অবস্থাভেদে, স্থান-কালভেদে এদেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একই বস্তুকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন আকৃতির বলে মনে হয়। একটি টাকাকে ওপর থেকে দেখলে গোল দেখায়, আবার পাশ থেকে দেখলে অর্ধচন্দ্রাকার দেখায়। কাছ থেকে যাকে বড় দেখায়, দূরে গেলে তাকে ছোট দেখায়। কাজেই উভয় প্রকার গুণের প্রকৃতি যে একই তা মানতে হয়। 'অবস্থাভেদে পরিবর্তন', যদি গৌণ গুণের লক্ষণ হয়, তাহলে লক্ যাদের 'মুখ্য গুণ' বলেছেন তাদেরও 'গৌণ গুণ' বলতে হয়।

(৪) 'মুখ্য গুণকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, কিন্তু গৌণ গুণকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়'—লকের এই যুক্তিও অসার। বর্ণযুক্ত সুগন্ধি মাখনকে আগুনে তরল করলে, তরল পদার্থের যেমন কোন না কোন আকার থাকে, তেমনি কোন-না-কোন রংও থাকে। আবার তাতে আগের রং বা গন্ধ যেমন থাকে না, তেমনি আগের আকার ও আয়তনও থাকে না। অতএব, মুখ্য গুণের অপরিবর্তনীয়তা স্বীকার করলে গৌণ গুণের অপরিবর্তনীয়তা স্বীকার করতে হয় এবং গৌণ গুণের পরিবর্তনশীলতা উল্লেখ করলে মুখ্য গুণের পরিবর্তনশীলতারও উল্লেখ করতে হয়।

(৫) গৌণ গুণের ধারণা যেমন ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ওপর নির্ভরশীল, মুখ্য গুণের ধারণাও তেমনি ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ওপর নির্ভরশীল। রংয়ের ধারণা যেমন চোখের ওপর নির্ভরশীল, বস্তুর আকার-আয়তনও তেমনি চোখ, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরশীল। ইন্দ্রিয়সংবেদন না হলে বাহ্যজগৎ শুধু রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শূন্য হয় না, সে জগতের কোন আকার আয়তনও থাকে না। কাজেই, লকের মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন পার্থক্য নেই। উভয়কে একজাতীয় গুণ বলাই সঙ্গত। জড়বস্তু যখন অজ্ঞাত তখন মুখ্য গুণকে 'বস্তুর গুণ' বলার কোন যুক্তি নেই। বার্কলের মতে, সব গুণই যখন অনুভবের ওপর নির্ভর করে তখন সব গুণই হল মনোসাপেক্ষ।

(৬) লকের মতে, মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর গুণের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু লকের একথার সঙ্গে তাঁর পূর্বকথার সঙ্গতি নেই। লকের পূর্বকথা হল—আমাদের জ্ঞান ধারণার জগতেই সীমাবদ্ধ; ধারণার বাইরে বস্তুটি কি এবং তার ধর্মই বা কি, তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এমন ক্ষেত্রে, বস্তুধর্ম যদি আমাদের অজানা বিষয় হয়, তবে তার সঙ্গে আমাদের মনের ধারণার মিল হল কি হল না—কিছুই বলা সম্ভব হয় না। মুখ্য 'গুণের ধারণাকে' (জ্ঞাত বিষয়) 'মুখ্য গুণের' (অজ্ঞাত বিষয়) সঙ্গে যখন পাশাপাশি রেখে তুলনা করা সম্ভব নয়, তখন তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে অথবা নেই—কোন কিছুই বলা যায় না। 'ক' যদি অজ্ঞাত ব্যক্তি হয় তবে আমার সামনের 'খ' চিত্রটির সঙ্গে তার মিল আছে—একথা বলা চলে না।

(৭) সর্বোপরি লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ বাহ্যজগতের অস্তিত্বকেই প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের ধারণার কারণস্বরূপ লক্ বস্তু বা জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু অজ্ঞাত জড়দ্রব্য জ্ঞাত ধারণার কারণ বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। 'ক হল খ-এর কারণ'—বলতে গেলে ক ও খ উভয়কেই জ্ঞাত বিষয় হতে হয় এবং উভয়কেই সমধর্মী হতে হয়। আমরা আগুনকে উত্তাপের কারণ বলি, কেননা আগুন ও উত্তাপ উভয়কে নিয়ত-সম্পর্কে আবদ্ধ দেখি এবং আগুন ও উত্তাপ উভয়েই জড়ধর্মী। কিন্তু ন্যায়সম্মতভাবে জড়বস্তুকে ধারণার কারণ বলতে পারি না, কেননা ধারণা জ্ঞাত বিষয় হলেও জড়দ্রব্য অজ্ঞাত, এবং ধারণা মননধর্মী ও জড়দ্রব্য অচেতনধর্মী। এমন হতে পারে যে, যাদের আমরা প্রতিরূপ বা ধারণা বলি তারাই হল আসল বস্তু, অথবা এমনও হতে পারে যে, ধারণার কারণ কোন অজ্ঞাত চেতনধর্মী পদার্থ।

আসলে, লক্ তাঁর প্রতিরূপী বস্তুবাদে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে প্রতিরূপের (ধারণার) প্রাচীর তুলে বস্তুবাদের পরিবর্তে ভাববাদের (Idealism) পথকেই প্রশস্ত

করেছেন। লক্ স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, আমাদের জ্ঞান ধারণার (প্রতিরূপের) জগতেই সীমাবদ্ধ—ধারণার বাইরে কি আছে তা আমাদের জানা সাধ্যাতীত। জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে 'ধারণার এই কল্পিত প্রাচীর (ম→ধ←জ), কাঁচের প্রাচীরের মতো স্বচ্ছ নয়, তা যেন এক লৌহ-যবনিকা (লোহার প্রাচীর)। লৌহ-যবনিকা স্বরূপ এই প্রতিরূপের (ধারণার) আড়াল ভেদ করে যবনিকার অন্তরালে বস্তুত কি আছে, জ্ঞাতার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। এমন অভিমত প্রকাশ করার জন্য লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে অনেকে 'লৌহ-যবনিকা-তত্ত্ব (iron-curtain theory) নামে চিহ্নিত করেছেন।

কাজেই, লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বার্কলের (Berkeley) আত্মগত ভাববাদ। মন যদি সাক্ষাৎভাবে শুধু প্রতিরূপ বা ধারণাকে জানতে পারে, তবে মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে একথাই বলতে হয় যে, 'কেবল ধারণাই আছে।'

৯.৭. সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা (Distinction between Naive Realism and Representative Realism) :

সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদের মধ্যে কিছু মিল ও অমিল আছে। যেমন—

মিল :

(১) বস্তুবাদের প্রকাররূপে উভয়েই স্বীকার করে যে, বস্তুজগতের অস্তিত্ব মনোনিরপেক্ষ, অর্থাৎ মনের বাইরে বস্তুজগৎ আছে। যখন আমরা জানছি তখন বস্তুজগৎ আছে, আবার যখন আমরা জানছি না তখনও বস্তুজগৎ আছে। আমাদের মনের ওপর বা আমাদের জানার ওপর বস্তুজগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে না।

(২) উভয় মতবাদে বহুত্ববাদ প্রচারিত হয়েছে। উভয় মতবাদেই বলা হয়েছে যে, আমাদের মনের বাইরে যে জগৎ সেখানে অসংখ্য বস্তু আছে। যেমন—গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘর ইত্যাদি।

(৩) উভয় মতবাদে জ্ঞানীয় সম্বন্ধকে অর্থাৎ জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়ের সম্বন্ধকে 'বাহ্যিক সম্বন্ধ' বলা হয়েছে, যেখানে সম্বন্ধ ছিন্ন হলেও জ্ঞাতা অথবা জ্ঞানের বিষয়ের অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, স্বতন্ত্রভাবে তাদের উভয়েরই অস্তিত্ব থাকে।

(৪) উভয় মতবাদেই বস্তুকে গুণবিশিষ্টরূপে গণ্য করা হয়েছে—বস্তু যেমন মনের বাইরে আছে, তেমনি সেই বস্তুতে কতকগুলি গুণও আশ্রিত হয়ে আছে।

অমিল :

(১) সরল বস্তুবাদ সাধারণ মানুষের সহজ সরল মতবাদ। প্রতিরূপী বস্তুবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ওপর নির্ভরশীল মতবাদ।

(২) সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুর সব গুণই বস্তুতে আশ্রিত। প্রতিরূপী বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বস্তুর দুই প্রকার গুণের উল্লেখ আছে—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে, মুখ্য গুণগুলি বস্তুতে আশ্রিত বা বস্তুগত হলেও গৌণ গুলি সঠিক অর্থে বস্তুগত নয়, তারা অনেকাংশে ব্যক্তিমনের ওপর নির্ভরশীল।

(৩) সরল বস্তুবাদে বস্তুর 'প্রত্যক্ষজ্ঞান' স্বীকৃত। এই মতে, আমাদের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতায় আমরা বস্তুকে সরাসরি জানি। পক্ষান্তরে, প্রতিরূপী বস্তুবাদে বস্তুর পরোক্ষজ্ঞান স্বীকৃত। এই মতে, বস্তুকে আমরা পরোক্ষভাবে জানি—বস্তুসৃষ্ট সংবেদন বা ধারণার মাধ্যমে জানি।

(৪) বস্তুজ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপে গণ্য করায় সরল বস্তুবাদ অনুসারে, আমাদের অপরোক্ষ বস্তুজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত হয়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বস্তুকে আমরা অবিকৃতরূপে জানি অর্থাৎ বস্তু যেমনটি থাকে তাকে ঠিক সেভাবেই জানি। পক্ষান্তরে, বস্তুজ্ঞানকে পরোক্ষরূপে গণ্য করায় প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে, জ্ঞানমাত্রই অভ্রান্ত নয়। যেখানে আমাদের প্রত্যক্ষ-অনুভবলব্ধ ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল হয় সেখানেই কেবল জ্ঞান সত্য হয়, আর যেখানে ঐসব ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল হয় না সেখানে জ্ঞান মিথ্যা হয়।

(৫) সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুজ্ঞান অপরোক্ষ হওয়ায়, গুণসমন্বিত বস্তুকে আমরা সরাসরি এবং অবিকৃতরূপে জানি। প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুজ্ঞান পরোক্ষ হওয়ায়, আমরা সরাসরি কেবল সংবেদন বা ধারণাকেই জানি, ঐসব ধারণার কারণ যে বস্তু বা জড়দ্রব্য তাকে আমরা জানতে পারি না। প্রতিরূপী বস্তুবাদী লক্ তাই বলেছেন, 'জড়দ্রব্য থাকলেও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়।'

৯.৮. ভাববাদ (Idealism) : ভূমিকা (Introduction) :